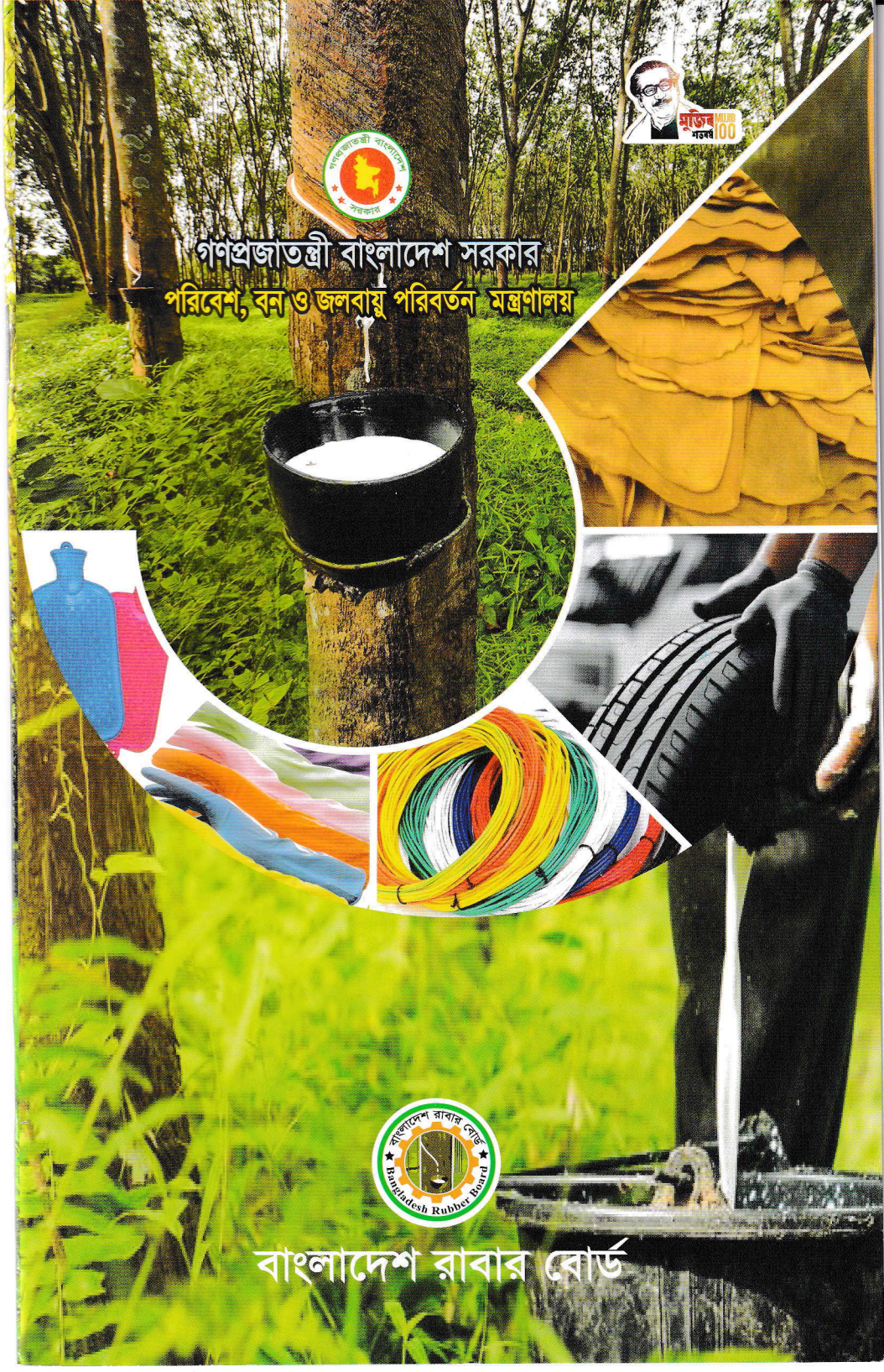

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড

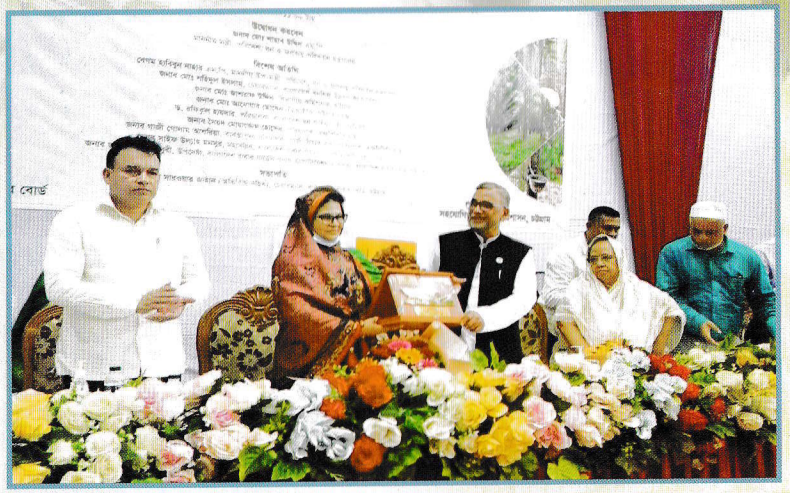

১ম প্রাকৃতিক রাবার ও রাবারভিত্তিক শিল্পপণ্য মেলা-২০২২ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন এম.পি, ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপ-মন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার এম.পি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ও জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম প্রমুখ।

১ম প্রাকৃতিক রাবার ও রাবারভিত্তিক শিল্পপণ্য মেলা-২০২২ এর 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে রাবার চাষের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি ও মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জুয়েনা আজিজ, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

ভূমিকা

রাবার একটি লাভজনক কৃষি ভিত্তিক শিল্প। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে এবং আধুনিক সভ্যতার বিকাশে রাবারের গুরুত্ব অসীম, রাবার চাষ ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ও পরিবেশ সহায়ক। রাবার চাষের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। বনজ সম্পদের মধ্যে রাবার চাষ অন্যান্য বনজ সম্পদের চাইতেও অধিক গুরুত্ব বহন করে। পৃথিবীর মানুষ রাবারকে কাজে লাগিয়ে খেলার সামগ্রী থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ প্রায় ৪৬ হাজার পণ্য সামগ্রী তৈরি করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করছে। এবং তাতে আয় করছে কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রা। দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে রাবারের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। রাবার চাষ গ্রামীণ এলাকার মানুষের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। উৎপাদিত রাবার কাঁচামাল হিসেবে শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার উপযোগীকরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বিপণনের জন্য অনেক লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। রাবার দেশের অর্থকরী ফসলের মধ্যে অন্যতম।

রাবার গাছকে প্রক্রিয়াজাত করে মূল্যবান আসবাবপত্র তৈরির মাধ্যমে শত শত কোটি টাকা আয় করা সম্ভব। রাবার শিল্পের সাথে রাবার গাছের কাঠও দেশের জন্য বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে আসতে পারে। এর ফলে আগামী দশ বছরে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে। রাবার চাষকে আর্থিকভাবে লাভজনক করার জন্য রাবার বাগানের সাথে বনজ, ফলজ, ঔষধি গাছ এবং বাগানের সুবিধাজনক স্থানে হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগলের খামার গড়ে তোলা সম্ভব। এছাড়া রাবার বাগানের পাশে পাহাড়ের নীচের জলাধারে মাছ চাষ করা সম্ভব।

পরিবেশ রক্ষায় এ গাছের অবদান অন্য যেকোন গাছের চেয়ে উল্লেখ করার মতো। বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় রাবার গাছ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। এ গাছ অন্য যেকোন গাছের তুলনায় বেশি পরিমাণ অক্সিজেন উৎপাদন এবং কার্বন শোষণ করে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি হেক্টর রাবার বাগান (যেখানে প্রায় ৪১৫টি উৎপাদনশীল রাবার গাছ রয়েছে) বায়ুমন্ডল থেকে বার্ষিক ৩৩.২৫ টন কার্বন শোষণ করে যা পরিবেশের উষ্ণতা রোধে ও পরিবেশ রক্ষায় অতি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং রাবার গাছ যেমন দেশের অর্থনীতি বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে ঠিক তেমনি পরিবেশ রক্ষায় সমান অবদান রেখে যাচ্ছে। তাই বাণিজ্যিকভাবে রাবার চাষ করা এখন সময়ের দাবি।

রাবার চাষের ইতিবৃত্ত

রাবার গাছ উদ্ভিদ জগতের ইউফরবিয়াসী (Euphorbiaceae) পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হেভিয়া ব্রাসিলিয়েনসিস (Hevea Brasiliensis) নামে পরিচিত। রাবার গাছের আদি নিবাস দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন উপত্যকা। ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে ১ম রাবার গাছ আবিষ্কারক হিসেবে গণ্য করা হয়। জানা যায় ১৪৯৬ সালে তার দ্বিতীয় যাত্রার পর কিছু রাবার বল নিয়ে আসেন, যা এক ধরনের গাছের আঠা থেকে তৈরি। হাইতির লোকেরা খেলার জন্য উক্ত বল ব্যবহার করতো। ১৮৭৩-১৮৭৫ সালের মধ্যে ব্রিটিশ নাগরিকের একটি উৎসাহী দল আদি বাসস্থান ব্রাজিল থেকে কিছু রাবার বীজ এনে পরীক্ষামূলকভাবে লন্ডনের কিউগার্ডেন-এ রোপণ করেন। সেখান থেকে ২০০০ চারা শ্রীলঙ্কাতে প্রেরণ করা হয়। এরপর সেখান থেকে মালয়েশিয়া, জাভা দ্বীপপুঞ্জ, সিঙ্গাপুর, ভারত ও অন্যান্য দেশে চারা পাঠানো হয়। এ চারা হতে প্রাচ্যে রাবার চাষের উৎপত্তি। রাবার গাছ হতে রাবারের কষ আহরণের এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন সিঙ্গাপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের পরিচালক এইচ. এন. রিডলী।

বাংলাদেশে রাবার চাষের ইতিহাস

কলিকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেন হতে ১৯১০ সালে কিছু চারা এনে চট্টগ্রামের বার মাসিয়া ও সিলেটের আমু চা বাগানে প্রেরণ করা হয়। ১৯৫২ সালে বন বিভাগ টাঙ্গাইলের মধুপুর, চট্টগ্রামের হাজারিখীল ও পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় গাছ রোপণ করে। ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) বিশেষজ্ঞ মি: লয়েড রাবার চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করে এদেশে বাণিজ্যিকভাবে রাবার চাষের সুপারিশ করেন। ১৯৬০-৬১ সালে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় চট্টগ্রাম ও সিলেটের পার্বত্য জেলার ৭১০ একরের পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় রামুতে ৩০ একর ও রাউজানে ১০ একর মোট ৪০ একর বাগানের মাধ্যমে বাংলাদেশে রাবার চাষের যাত্রা শুরু হয়। রাবার চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৬২ সালে বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীতে চট্টগ্রামে ৯টি, সিলেটে ৪টি, টাঙ্গাইলে ৫টি সর্বমোট ১৮টি বাগান সৃজন করা হয়। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে, ব্যক্তি মালিকানাধীন রাবার বাগান এবং দেশীয় ও বহুজাতিক মালিকানাধীন চা বাগান এলাকায় রাবার বাগান রয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে রাবার চাষের আওতাভুক্ত ভূমি ও উৎপাদন চিত্র

নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	বাগানের পরিমাণ (একর)	উৎপাদন পরিমাণ (মে. টন)
০১	বি এফ আই ডি সি	৩৮০৬৭.০১	৫৯৭২.২০
০২	ব্যক্তিগত মালিকানা (স্থায়ী কমিটি)	৩২৫৫০	১৩৬০৭.৭৭
০৩	ক্ষুদ্র রাবার বাগান মালিক	২৯৯৭.৯১	৩৯৭১
০৪	পার্বত্য অঞ্চল উন্নয়ন বোর্ড	১৩২০০.০০	২৫০.৫৬২
০৫	খাগড়াছড়ি রাবার বাগান মালিক সমবায় সমিতি লিমিটেড	১৭৯০.৬২	২৯০৬.৬৬
০৬	রাঙ্গামাটি ব্যক্তি মালিকানাধীন বাগান	৩৫১	৪২.৭০
০৭	ডানকান ব্রাদার্স	৪৮৯২.৬১	২৩৯৮.০৯
০৮	জেমস ফিনলে	৫০০০.০০	৫৫০.০০
০৯	মিসেস রাগীব আলী	১৫২৯.৫০	১৪৪৫.৫২
১০	ইস্পাহানি নেপচুন	১০৬৮.৫০	৫৬০.৫৯
১১	ব্র্যাক	৮৫০	১৬২.৯১
১২	চিটাগাং মেরিডিয়ান এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ	৭৭৫	১৯৫
১৩	বাংলাদেশ চা সংসদ এর মালিকানাধীন অন্যান্য রাবার বাগান	১২২৪৪.৯৬	৪৬৪৮.২৪
১৪	ব্যক্তিগত মালিকানাধীন রাবার বাগান অন্যান্য জেলা	২৪৬৮২.৯	৩১,২২৭.৭৬১
	মোট	১,৪০,০০০	৬৭,৯৩৯

এক নজরে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড

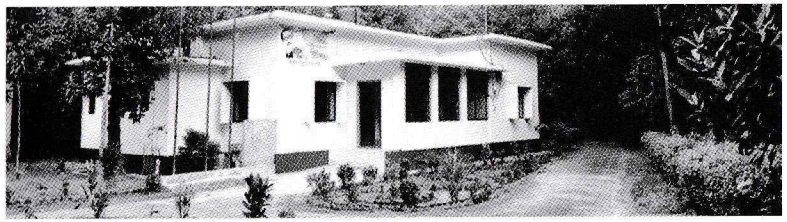

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের বর্তমান অফিস ভবন

ভিশন ঃ

স্বয়ংসম্পূর্ণ টেকসই রাবার শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিবেশ উন্নয়ন।

মিশন ঃ

* আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নত মানের রাবার চাষ নিশ্চিত করা।
* ইজারাকৃত জমির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
* রাবার চাষে ও শিল্পে বিরাজমান সমস্যার সমাধান করা।
* বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা।
* রাবার চাষে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়োজিত করে দরিদ্রতা নিরসন করা।
* রাবার শিল্পের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ।
* রাবার চাষে ও রাবার শিল্পে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের কার্যাবলি

* রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সরকারকে সুপারিশ, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
* রাবার চাষ ও রাবার শিল্প স্থাপনে ব্যক্তি উদ্যোক্তাগণকে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান;
* সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সহযোগিতায় রাবার চাষ উপযোগী জমি চিহ্নিতকরণ;
* রাবার চাষে আগ্রহী উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাছাই এবং উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জমি ইজারা বা বরাদ্দ প্রদানের নিমিত্ত সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;

* ইজারা বা বরাদ্দ চুক্তির শর্ত ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ;
* রাবার বাগান সৃজনে মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
* রাবার বাগান সৃজন এবং রাবার শিল্প স্থাপন ও বিকাশে মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে ঋণ ও বীমা সুবিধা প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
* রাবার বাগানের মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান;
* উৎপাদিত রাবার বিপণন ও রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
* রাবার বাগানের জমির অনুপযুক্ত অংশে (৩৫° ডিগ্রী ঢালের উপরে অথবা জলাবদ্ধ অংশে) ফলজ, বনজ বা ঔষধি বৃক্ষসহ অন্যান্য সহায়ক অর্থকরী ফসল উৎপাদনে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান;
* রাবার বাগানের মালিক, শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
* রাবার বাগান ও রাবার শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
* রাবার চাষ ও শিল্পের উপর গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
* রাবার চাষ ও রাবার শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে রাবার গবেষণা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ;
* রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ডাটাবেজ তৈরী ও হালনাগাদকরণ;
* ক্ষতিকারক কৃত্রিম রাবার সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানি, বিপণন ও ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
* রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ;
* জীবনচক্র হারানো রাবার কাঠ আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে সহায়তা প্রদান।

পরিচালনা পরিষদ গঠন

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর পরিচালনা পরিষদ নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত:

* সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন চেয়ারম্যান
* সকল বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)
* উপসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
* উপসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
* উপসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

* বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর
* পরিচালক, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন
* পরিচালক, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
* প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
* প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ/জেলা পরিষদ বা অন্যান্য পরিষদ
* সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রাবার বাগান মালিক সমিতি
* সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রাবার শিল্প মালিক সমিতি
* রাবার উৎপাদনকারী চা বাগানের একজন মালিক

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড সংক্রান্ত আইন, নীতিমালা ও প্রবিধানমালা

ক. বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩
খ. বাংলাদেশ রাবার নীতি, ২০১০
গ. বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কর্মচারী (চাকুরি) প্রবিধানমালা, ২০২০

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অর্জন/সাফল্য

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক রাবার শিল্পের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্যান্য রাবার উৎপাদনকারী দেশসমূহের সাথে সহযোগিতা জোরদার করার নিমিত্তে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড গত অক্টোবর, ২০১৭ সালে Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ রাবার বোর্ড International Rubber Research and Development Board (IRRDB) এর সদস্যপদও গ্রহণ করেছে।

IRRDB এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MoU) "The Multilateral Clone Exchange among IRRDB Member Countries" অনুযায়ী চলতি বছরে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড ভারত ও মালয়েশিয়া হতে উচ্চফলনশীল রাবার ক্লোন আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া উক্ত ক্লোনসমূহের জন্য অনুকূল হলে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক রাবারের উৎপাদনশীলতা বাড়বে মর্মে আশা করা যায়। তবে এ সকল উচ্চ ফলনশীল ক্লোন থেকে চারা উৎপাদনের কার্যক্রম রাবার উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ চল্লিশ হাজার একর জমিতে রাবার বাগান রয়েছে। এ সমস্ত বাগানে বিরাজিত সমস্যা দূর করার জন্য রাবার বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া রাবার উৎপাদন পদ্ধতি আধুনিকায়নের লক্ষ্যে রাবার বোর্ড প্রশিক্ষণ, মতবিনিময়, স্টেকহোল্ডার মিটিং আয়োজন এবং মালয়েশিয়ার সাথে MoU সম্পাদনের জন্য কাজ করছে। তাতে আশা করা যায় যে, বর্তমান পরিস্থিতিতেও

কাঁচা রাবার উৎপাদন বাড়বে। পরিবেশবান্ধব রাবার শিল্পের বিকাশে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। রাবার বোর্ড তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন ও লক্ষ্য অর্জনে কিছু সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হচ্ছে; যা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

* অপর্যাপ্ত জনবল;
* নিজস্ব কোন ভবন/অবকাঠামো বা জমি না থাকা;
* বাংলাদেশে রাবার উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের অভাব;
* দৈনন্দিন কার্যক্রম ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় স্থানের অপ্রতুলতা;
* মানবসম্পদ উন্নয়নের সুযোগের অভাব;
* আধুনিক উপকরণ ও গবেষণাগারের অভাব;
* প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র রাবার চাষীদের সহায়তার জন্য প্রণোদনার অভাব;
* আমদানিকৃত রাবারের আমদানি শুল্ক কম হওয়া।

উত্তরণের উপায়

* প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ঃ

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অনুমোদনকৃত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দ্রুত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা যাতে রাবার বোর্ডের দৈনন্দিন দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর জন্য নিজস্ব জমি ও অবকাঠামোসহ গবেষণালব্ধ জ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরী ও নিজস্ব বাগান থাকা প্রয়োজন, যা প্রাকৃতিক রাবার নিয়ে কার্যকর গবেষণা ও প্রশিক্ষণের দ্বার উন্মুক্ত করবে।

*** বাংলাদেশের রাবার শিল্প সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ঃ**

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রাবার চাষ, উৎপাদন, ব্যবহার, আমদানি ও রপ্তানির প্রকৃত তথ্য সম্বলিত কোন ডাটাবেজ নেই। বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রাবার সম্পর্কিত সকল তথ্য সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কর্তৃক জিও ডাটাবেজ প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বান্দরবান পার্বত্য জেলার একটি উপজেলায় কাজ চলমান রয়েছে।

*** বহুজাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ঃ**

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে রাবার সম্পর্কিত দু'টি আন্তর্জাতিক সংস্থা ANRPC ও IRRDB এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। এর ফলে উক্ত সংস্থা দুটির সদস্য দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পথ প্রসারিত হবে। ফলে আন্তর্জাতিক মানের রাবার নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং বাংলাদেশের প্রকৃতির জন্য উপযুক্ত উচ্চ ফলনশীল রাবারের জাত অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও চাষের মাধ্যমে দেশে প্রাকৃতিক রাবারের মোট উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে।

*** প্রাকৃতিক রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধি ঃ**

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রাকৃতিক রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রাকৃতিক রাবার উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় ও অর্জন করা সম্ভব হবে।

*** বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি ঃ**

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বান্দরবান জেলায় বন্য হাতির জন্য একটি অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু খাবারের অভাবে হাতিগুলো প্রায়ই লোকালয়ে এসে রাবার বাগানসহ অন্যান্য ফসলি জমির ক্ষতিসাধন করছে। এ সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বোর্ড-সভার মাধ্যমে এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বন বিভাগকে অবহিত করেছে।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের বর্তমান কার্যক্রম

* দেশের সকল রাবার বাগানের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ।
* রাবার উৎপাদন, বিপণন, বিদেশে রপ্তানি এবং রাবারভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, দেশীয় শিল্পে ব্যবহার ও বিদেশে রপ্তানির জন্য কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন।
* জমির ইজারার তথ্য সংগ্রহ ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ।
* ডাটাবেজ প্রণয়ন।
* বাগান মালিক, ম্যানেজারদের প্রশিক্ষণ পরিচালনা।
* সংশ্লিষ্ট জেলায় জেলা প্রশাসক ও স্টেক হোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন।
* রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সম্পর্কে প্রচারের লক্ষ্যে সভা, সেমিনার, মেলা আয়োজন।
* অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন।

SWOT

Strength:

* সরকারি জমি প্রাপ্তির সুযোগ থাকা।
* বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু রাবার চাষের উপযোগী।
* বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩ এবং রাবার নীতি ২০১০ প্রণয়ন।
* রাবার বোর্ড গঠন।

Weakness:

* বাংলাদেশের রাবার চাষ পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত নয়।
* জমি লীজ নিয়ে রাবার চাষ না করা/ অব্যবহৃত ফেলে রাখা।
* লীজকৃত জমি অবৈধ দখল হওয়া।
* রাবার মালিকদের তথ্য গোপনের প্রবণতা।
* লীজকৃত জমি অবৈধভাবে হস্তান্তর করা।
* বাগান মালিকদের যথাযথ তদারকি ও মনিটরিং এর অভাব।

Opportunity:

* রাবার চাষ পরিবেশবান্ধব।
* রাবার চাষ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় সহযোগী ভূমিকা পালন করতে পারে।
* টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে রাবার চাষ কার্যকর অবদান রাখছে।
* রাবার চাষ দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক।
* রাবার শিল্পে ব্যাপক কর্মসংস্থান সম্ভব।
* নারীর ক্ষমতায়নে রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

Threat:

* জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট খরা,বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধ্বস ইত্যাদি।
* বন্য হাতীর আক্রমণে রাবার বাগানের ক্ষতিগ্রস্ততা।
* বাগানে আগুন লাগার আশংকা।
* পরিবহন সংকটের কারণে কাঁচামাল নষ্ট হওয়া।
* সড়কে ও বাগানে চাঁদাবাজি।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের করণীয়

* বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব জমি অর্জন করা/ভবন নির্মাণ করা।
* নিজস্ব ভবনে দপ্তর স্থানান্তর করা।
* বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব বাগান, ফ্যাক্টরি স্থাপন ও ল্যাবরেটরি স্থাপন করা।
* বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা।
* আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নতমানের রাবার চাষ বিষয়ে রাবার মালিক, ম্যানেজার, শ্রমিক, টেপারদের প্রশিক্ষণ দেয়া।

* রাবারের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে রাবার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নত প্রযুক্তি ও উন্নতজাতের ক্লোন ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
* রাবার এর গুনগত মান উন্নত করা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
* দেশীয় রাবারের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
* বিদেশ হতে আমদানিকৃত রাবারের উপরে আরোপিত শুল্ক এবং দেশীয় রাবারের ব্যবহারের উপরে আরোপিত ভ্যাট-ট্যাক্সের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
* রাবার চাষের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ করা।
* সিনথেটিক রাবারের উৎপাদন, বিপণন ও আমদানি নিরুৎসাহিত করা।
* রাবার বাগানের ফ্যাক্টরিগুলোর বিজ্ঞানসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
* রাবারভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং রাবার বাগান মালিকদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা।
* বাগান মালিকদের ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য ব্যবস্থা করা
* পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপের মাধ্যমে রাবার উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া।

পরিশেষে, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের যাত্রা শুরু হয়েছে মাত্র তিন বছর আগে। নিজস্ব কার্যালয় না থাকা, জনবল অদ্যাবধি নিয়োগ না হওয়া সত্ত্বেও রাবার বোর্ড দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। রাবার চাষ একটি কৃষি ভিত্তিক বনজ অর্থকরী সম্পদ, রাবার শিল্প অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি খাত। ব্যাপক জনগোষ্ঠী রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের সাথে জড়িত। এর উন্নয়ন হলে দারিদ্র হ্রাস, বেকারের কর্মসংস্থান, ব্যবসায় নিয়োজিতদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, সর্বোপরি পরিবেশ বান্ধব অবস্থান তৈরি করা সম্ভব। অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার পথে এখন বাংলাদেশ আসীন, এশিয়ার অর্থনীতিতে এখন নতুন ইমার্জিং টাইগার বাংলাদেশ।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের মূল্যায়নে বাংলাদেশকে এভাবেই অভিষিক্ত করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পাঁচ দশক পর বাংলাদেশ প্রমাণ করেছে এ দেশের সামনে অপেক্ষা করছে আলোর ঝলক। জিডিপিতে সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জনের সাফল্য দেখাচ্ছে যেসব দেশ, বাংলাদেশের স্থান সে তালিকায় ওপরের দিকে। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। সিরামিক, ঔষধ শিল্পে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করছে। কাগজকল, সিমেন্ট কারখানা প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীনতার আগের চাইতে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান অন্তত ৭০/৮০ গুণ উন্নত হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে জাহাজ রপ্তানি হচ্ছে ইউরোপীয় দেশগুলোতে। সর্বশেষ এক দশকে দারিদ্র্য জয় করে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে আজ উন্নয়নের রোল মডেল। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে প্রবেশের আগ মূহুর্তে দেশটি উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জাতিসংঘের সনদ পেয়েছে। অর্থনীতি ও মানব উন্নয়নের কয়েকটি সূচকে বাংলাদেশ

বিশ্বের অনেক দেশকে ছাড়িয়ে গেছে।

গত এক দশকে সব সূচকে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটেছে বাংলাদেশের। আইএমএফের হিসাব অনুযায়ী, পিপিপির ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থান ৩০তম। প্রাইস ওয়াটার হাউজ কুপারসের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী বাংলাদেশের অর্থনীতি ২০৪০ সাল নাগাদ বিশ্বের ২৩তম স্থান দখল করবে। এইচএসবিসির প্রক্ষেপণ বলছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ২৬তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে। এ সামগ্রিক উন্নয়নে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব দুটোই কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের ফসল হিসেবে বাংলাদেশ রুপকল্প ২০২১, ২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ২০ বছর মেয়াদী পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার (২০২১-২০৪১) বাস্তবায়ন হতে চলেছে। এর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান ও উচ্চ মধ্য আয়ের সোপানে উত্তরণ। এ দেশ হতে ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের অবলুপ্তিসহ উচ্চ আয়ের উন্নত দেশের মর্যাদায় আসীন করতে এ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ সরকার নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতের অঙ্গীকার করা হয়েছে।

৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০২১-২৫ সালের অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৮.৫১% অর্জন, ৭৫ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্যের হার ১৫.৬% এবং চরম দারিদ্র হার ৭.৪% এ নামিয়ে আনার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

এছাড়া ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর সাথে সঙ্গতি রেখে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অভিযোজন এবং প্রশমন বাড়ানোসহ আরো কর্মসূচি গ্রহণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

সরকারের বর্ণিত পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং উদ্যোগসমূহে প্রাকৃতিক রাবার বাগান সৃজন, রাবার চাষ, রাবার ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন এসব কিছুর সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে রাবার সংশিষ্ট কৃষি ও শিল্প খাতের অবদান জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে সংযুক্ত করার অঙ্গীকারে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কাজ শুরু করেছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়নের মত জাতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ এগিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্য বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বদ্ধপরিকর।

এ ব্যাপারে সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ রাবার বোর্ড সকল স্টেকহোল্ডার এবং সংশিষ্ট সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছে।

ফটো গ্যালারী

বান্দরবানের লামা রাবার বাগান পরিদর্শন

দাঁতমারা রাবার বাগান

রাবার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে
উন্নতমানের রাবার চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

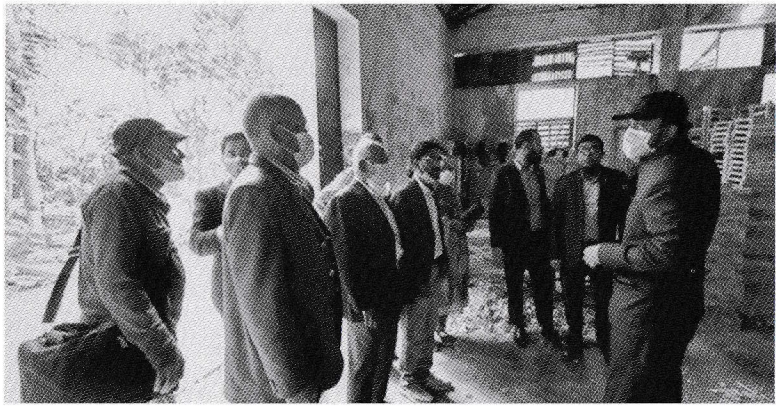

প্রশিক্ষণকালীন সময়ে বিএফআইডিসি এর ফিডকো রাবার কাঠ
প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা পরিদর্শন

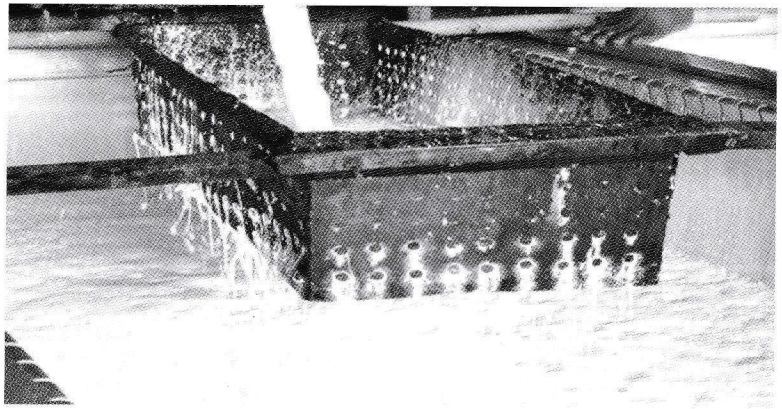

ল্যাটেক্স

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দা সারওয়ার জাহান কর্তৃক বিএফআইডিসি এর রাবার কাঠ প্রেশার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার পরিদর্শন।

১ম প্রাকৃতিক রাবার ও রাবারভিত্তিক শিল্পপণ্য মেলা-২০২২ এর সমাপণী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীর প্রতীক, এম.পি।

ধুমঘরে রাবার শীট শুকানো হচ্ছে

দাঁতমারা রাবার বাগান ও কারখানা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম পরিদর্শনকালে নারী কর্মীদের সাথে আলাপরত সৈয়দা সারওয়ার জাহান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড।

জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা জনাব প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে খাগড়াছড়ি রাবার বাগান মালিক সমবায় সমিতির সাথে মতবিনিময় সভায় সৈয়দা সারওয়ার জাহান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড।

জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার জনাব মীর নাহিদ আহসান এর সভাপতিত্বে মৌলভীবাজারস্থ রাবার বাগান মালিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় সৈয়দা সারওয়ার জাহান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড।

জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা জনাব ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি এর সভাপতিত্বে রাবার বাগান মালিকদের সাথে মত বিনিময় সভায় সৈয়দা সারওয়ার জাহান, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড

ই ১০-১৩, এম এ কে খলিল সড়ক, পশ্চিম পাহাড়
বিএফআরআই ক্যাম্পাস, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
ফোন : +৮৮ ০২৪১৩৮০০৯৫, +৮৮ ০২৪১৩৮০০৯৭, +৮৮ ০২৪১৩৮০০৯৬
www.rubberboard.gov.bd